দৈনিক ইনকিলাব

19 MAY 2008

র‍্যাবের হাতে জাবির তিন শিক্ষার্থী আটক ও মামলার জের

ঢাকা-আরিচা সড়ক অবরোধ : গাড়ী ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ

ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ : ভিসি ও প্রক্টরের বাসভবনে হামলা

জাবি থেকে পলাশ মাহমুদ : গত শনিবার রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্রকে র‍্যাব-৪ এর সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গেট হতে গ্রেফতার করে ছিনতাইয়ের অভিযোগে মামলা দিয়ে আশুলিয়া থানায় সোপর্দ করেছে। বহিরাগত সন্ত্রাসীদের যোগসাজশে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া ছাত্রদের আটক ও শারীরিক নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকা- আরিচা মহাসড়ক অবরোধ, গাড়ী ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে শিক্ষার্থীরা। এরপর তারা ভিসি ও প্রক্টরের বাসভবন ভাঙচুর করে। গতকাল দিনভর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রভোস্ট ও প্রক্টরিয়াল বোর্ডের জরুরী সভা চললেও আটককৃতদের ব্যাপারে কোন সমাধানে পৌছতে পারেনি প্রশাসন। এদিকে শিক্ষার্থীরা গতকাল একই দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করে এবং ভিসি অধ্যাপক মুনিরুজ্জামানকে ভিসি অফিসে অবরুদ্ধ করে রাখে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রাঙ্গামাটি গ্রামের একাধিক মামলার আসামী ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী টিয়া বাবু ও তার সাথে অজ্ঞাত তিন-চারজন লোক গত শনিবার রাত পৃঃ ১৮ ঃ কঃ ৪

ঢাকা-আরিচা সড়ক অবরোধ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

নয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এসময় তারা এক ছাত্রীর দিকে মোটরসাইকেলের লাইট জ্বালিয়ে তাকে উত্যক্ত করে। তখন পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র সাঈদ ও মোনায়েমসহ কয়েকজন তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয়। এসময় বহিরাগতদের মধ্য হতে একজন দৌড়ে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে যায় এবং বাকিরা মোটরসাইকেল যোগে টিয়া বাবুর বাড়ী যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর টিয়া বাবু ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৩৫তম ব্যাচের ছাত্র সুমনসহ কয়েকজন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেহের চত্বরে উপস্থিত হয়। এসময় তারা ঐ ঘটনা মীমাংসার জন্য জাকির ও মোনায়েমকে কেন্দ্রীয় মসজিদ গেট (ডেইরি গেট) মার্কেটের দোকানে চা খেতে ডাকে। তখন তারা সেখানে পৌছালে পূর্ব থেকে অবস্থান নেয়া সাদা পোশাক পরিহিত পাঁচ-ছয় জন র‍্যাব সদস্য ও টিয়া বাবুর সহযোগীরা তাদের ধরে গাড়ীতে তুলে র‍্যাব-৪ এর আশুলিয়া অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, টিয়া বাবু নিজে র‍্যাবের সোর্স এবং তার সাথে ঐ সময়ে সাধারণ পোশাকে র‍্যাব সদস্যরাই ছিল। মূলত ঐ র‍্যাব সদস্যদের সাথে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।

অপরদিকে তাদের গ্রেফতার-নির্যাতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে সব হলের শিক্ষার্থীরা রাত দশটার দিকে মসজিদ গেটে একত্রিত হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে। এসময় তারা দুটি যাত্রীবাহী বাস ও একটি মালবাহী ট্রাকে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা মহাসড়ক ব থাকার পর রাত দুটার দিকে সেখানে দুই শতাধিক পুলিশ ও সেনা মোতায়েন করা হয়। পরে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করে রাত আড়াইটার দিকে ভিসি অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান বাসায় না থাকায় তার বাসভবন ভাঙচুর করে এবং তিনটার দিকে প্রক্টর অধ্যাপক সৈয়দ কামরুল আহসানের বাসভবন ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় প্রশাসনকে না জানিয়ে র‍্যাবের হাতে শিক্ষার্থীদের আটক ও প্রশাসন তার কোন ব্যবস্থা না নিতে পারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গতকাল ভিসি বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

এদিকে গতকাল সকালে র‍্যাব ধৃত তিনজনসহ মোট ছয়জনের নামে আশুলিয়া থানায় মোঃ শফিকুল ইসলামকে বাদী করে জরুরী আইনে একটি মোটরসাইকেল ও নগদ পাঁচ হাজার টাকার ছিনতাই মামলা দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে এবং সকালেই থানা পুলিশ তাদের কোর্টে প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে সাভার, আশুলিয়া থানার সার্কেল অফিসার এএসপি মতিউর রহমান জানান, এটা আমাদের বিষয় নয়, র‍্যাব আমাদের কাছে সোপর্দ করেছে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আটককৃতদের কোর্টে প্রেরণ করেছি।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল সকালে ভিসি অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান প্রভোস্ট ও প্রক্টরিয়াল বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে এক জরুরী সভার আহ্বান করে। কিন্তু সভায় ছাত্রদের মুক্তির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করে ভিসি অফিস অবরোধ করে।

এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত (স্যা ৭টা) ভিসি অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, আমরা চিহ্নিত আসামীদের ধরার জন্য ক্যাম্পাসে র‍্যাব আনতে পারি না আর গতকাল প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই নিরপরাধ তিন শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এটা আমার কাছে রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

এদিকে আটককৃতদের মুক্তি ও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচার দাবিতে গতকাল শিক্ষক সমিতি ও ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বিবৃতি দিয়েছে।